৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ১৪ শ্রাবণ – ২০ শ্রাবণ, ১৪২৮ ঃ ৩১ জুলাই – ৬ আগস্ট, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 40, 31 JULY - 6 AUGUST, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনে ধুন্ধুমার। কেন্দ্রীয় তথ্য

প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের হাত থেকে বিবৃতির নথি কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলার জেরে পুরো অধিবেশনের জন্য সাসপেন্ড করা হল সাংসদ শান্তনু সেনকে। তৃণমূল-বিজেপি দ্বন্দ্ব তীব্র হলেও মুখ পুড়ল বাংলার।

রবিবার : এবারের অলিম্পিক গেমসের আসরে ভারোত্তলনের

১০০ কেজি বিভাগে ভারতকে প্রথম পদক উপহার দিলেন ২৬ বছরের মণিপুরি তরুণী মীরাবাই চানু। রূপোর পদক জিতে ভারতকে পদক তালিকায় নিয়ে এলেন গরিব ঘর থেকে উঠে আসা এই অদম্য তরুণী যিনি নারী শক্তির প্রতীক।

সোমবার : স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং ব্যবস্থার নতুন নিয়মে আগামী ১

আগস্ট থেকে রবিবার ও অন্য ছুটির দিনেও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে সুদের টাকা ও পেনশন, কাটা হবে মাসিক কিস্তিও। মিলবে বেতনও। সপ্তাহে সাত দিন এই পরিষেবা মিললেও ২৪ ঘন্টাই তা পাওয়া যাবে কি? থাকছে প্রশ্ন।

মঙ্গলবার : উচ্চ মাধ্যমিকের ফল নিয়ে চলছে ট্রাপিজের খেলা।

প্রথম দেওয়া নম্বরে ফেলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তার জেরে নতুন করে দেওয়া নম্বরে পাশ করে গেল ৯০ শতাংশ পড়ুয়া। যারা এর পরেও ফেল করল আবেদনের ভিত্তিতে তাদেরও নাকী বিবেচনা করা হবে।

বুধবার : আদালতে বার বার ধাক্কা খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

এবার কোভিডের জেরে অনাথ হয়ে যাওয়া শিশুর সংখ্যা জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ জানিয়েছে মাত্র ২৭টি শিশুর বাবা-মা দুজনেরই কোভিডে মৃত্যু হয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিশ্বাস করতে রাজি নন বিচারপতি।

বৃহস্পতিবার : গরু ও কয়লা পাচারে অভিযুক্ত বিনয় মিশ্রের

বিরুদ্ধে তদন্ত করে যেতে পারবে সিবিআই। বিদেশে থাকলেও বিনয়ের তরফে এফআইআর খারিজের আবেদন বাতিল করে হাইকোর্ট সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছে।

শুক্রবার : আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে লাগু থাকবে কোভিড

বিধিনিষেধ। রাত ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত রাস্তায় বিশেষ কারণ ছাড়া যাতায়াত করা যাবে না। ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে খোলা যাবে সিনেমা হল ও অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ। বন্ধই রইল লোকাল ট্রেন।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মাঝ শ্রাবণে সর্বনাশা অতিবর্ষণ

আমনের বীজতলা জলের তলায়, ভেসে গেল পুকুরের মাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েকদিন ধরে শরতের বৃষ্টির পর মাঝ শ্রাবণে ভাসিয়ে দিল অতিবর্ষণের ধারা। জেলায় জেলায় ভেসে গেল ঘর গেরস্থালি থেকে চাষের জমি, পুকুরের মাছ। দুই ২৪ পরগনার নদী উপকূলবর্তী বাসন্তী, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা,

সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ এলাকায় প্রায় সব আমনের বীজতলা কোমর জলের তলায়। পুকুর ভেসে গিয়ে সব মাছই ভাসছে মাঠে, রাস্তায়।

স্থানীয় চাষিরা মাথায় হাত দিয়ে বৃষ্টি কমার অপেক্ষায়। আর দুদিন যদি টানা বর্ষণ হয় তাহলে দফারফা হবে আমনের। সব্জিরও সর্বনাশ হয়েছে। গোসাবার প্রবীণ এক চাষি জানালেন, ভাগ্য ভালো মরানির সময় নদীর জল অশান্ত হয়নি এটাই রক্ষে। বাসন্তীর কুমড়োখালি গ্রামেও একই চিত্র। থৈ থৈ করছে উঠোন। ভাসছে জমি। বাসন্তী ব্লকের প্রায় ৪০০ জনকে সরাতে হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ে। বিপাকে গবাদি পশুরাও। গোসাবার বিডিও অফিস হাঁটু সমান জলে ভাসছে। কাকদ্বীপ মহকুমার দশাও তথৈবচ। আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস মিথ্যে করে শুক্রবার বর্ষার বিরতি আপাতত বিপদ কাটিয়েছে বলে মনে করছেন চাষিরা।

বেহাল নিকাশির জেরে ভাসল শহর থেকে শহরতলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেড় দিনের টানা বৃষ্টি দেখিয়ে দিল কলকাতা ও শহরতলির বেহাল দশা। গঙ্গার জলের উচ্চতা কম থাকায় ও শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টির বিরতিতে জল কিছুটা নামলেও এখনও ভাসছে উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। দক্ষিণ কলকাতার চিরাচরিত ওয়াটার

স্পট নিউ আলিপুর, বেহালা, বালিগঞ্জে জল থৈ থৈ অবস্থা। কলকাতা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে বজবজ মহেশতলার হাল সবচেয়ে খারাপ। নিকাশির কোনও ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। একটা বৃষ্টিতে জল জমলে সেই জল নামতে লাগে ১০/১৫ দিন। চলে বিক্ষোভ, জোগানো হয় পাম্প। তারই মধ্যে বেহাল অবস্থা আলিপুর কোর্ট ও জেলা অফিস চত্বরের। পিডব্লুডিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একটু বৃষ্টিতে জল থৈ থৈ অবস্থা। জলে ভাসছে খাবার প্লেট থেকে যাবতীয় বর্জ্য। দিনভর এরই মধ্যে নোংরা জলে আসা যাওয়া আধিকারিক, কর্মী ও সাধারণ মানুষের। পাশের খাল ও গঙ্গার সংযোগ বুজিয়ে সেখানে গজিয়ে উঠেছে সেরেস্তা, দোকান, ঝুপড়ি। এক কথায় সর্বত্র নিকাশির বেহাল দশায় দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ। বার বার এ দশা দেখেও সকলেই নির্বিকার। ফলে ভবিষ্যত আরও ভয়াবহ হতে চলেছে।

বাঙালির দিল্লি বাসনা

ওঁকার মিত্র : শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিদ্রোহে অগ্রণী বাঙালির রাজধানী বিচ্ছেদ ঘটল ১৯১১ সালে। একের পর এক ব্রিটিশ হত্যায় উত্তাল বাংলায় তখন তীব্র অত্যাচারের নিষ্পেষণ। শেষ ধাক্কা এল ফুটবল মাঠে। ১৯১১ সালের ২৯ জুলাই ব্রিটিশ দলকে হারিয়ে শিল্ড জিতল মোহনবাগান। আর বিলম্ব নয়, ওই ডিসেম্বরের ১২ তারিখেই ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে তড়িঘড়ি সরিয়ে নিয়ে গেল ব্রিটিশ সরকার। জাতীয় রাজনীতিতে রাজধানীর উপর কর্তৃত্ব এরপর আর ফিরে পায়নি বাঙালি। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও বাঙালির কাছে অধরা থেকে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ।

রাজধানী স্থানান্তরের দশ বছর পর রাজনীতিতে পা রেখেছিলেন বাঙালির পলিটিক্যাল হার্টথ্রব নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু। ১৯২১ সালে দেশবন্ধুর ছত্রছায়ায় গান্ধিজীর নেতৃত্বে কাজ শুরু করেন তিনি। তাঁর সাফল্যের ইতিহাস আজ ভারতের মুক্তিসংগ্রামের গৌরবগাথা। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সুভাষ। কিন্তু এমন এক কৃতি বাঙালিকেও শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে হল। তাঁকে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হল যাঁকে তিনি জাতির জনক

বলে আখ্যা দিয়েছিলেন স্বয়ং সেই গান্ধিজীকে খুশি করতে গিয়ে। এই পদত্যাগের পিছনে কি সমীকরণ ছিল তা নিয়ে আজ বিতর্ক চলতেই পারে কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এরপর আর কোনও বাঙালিকেই জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেওয়া হয় নি। দিল্লির নিয়ন্ত্রণ বাঙালির অধরাই থেকে গিয়েছে। সুভাষ একদিন নিজের বাহিনী গড়ে সীমান্ত পার হয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে 'দিল্লি চলো' ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙালি এই নেতার ডাকও সেদিন ব্যর্থ হয় দেশীয় নেতাদের অসমর্থনে। বদলে তিনি পান দেশদ্রোহীর তকমা।

এর দু-এক বছর পরেই ক্ষমতা হস্তান্তর হয় দেশীয় নেতাদের হাতে যাকে আমরা স্বাধীনতা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করি।

এরপর তিনের পাতায়

দ্বিতীয় শক্তি হতেই দম ছুটবে বামেদের

পার্থসারথি গুহ : বাজারে এরমধ্যে এক প্রাক্তন বাম নেতার সঙ্গে দেখা। বাঙালির বাজারি আলাপ মানে চা পর্যন্ত গড়াবে তা খুব স্বাভাবিক। সেই চায়ের আসরে যদি চায়ের সঙ্গে টা জুটে যায় তাহলে তো সোনায় সুহাগা। কিন্তু চায়ের সঙ্গে টা জোটার আগেই ভদ্রলোক যে দাবি করলেন তা চমকে চ হয়ে পড়লাম। ওনার ধারনা ২০২৬-এর বিধানসভাতেই রাজ্যে পুনরায় ক্ষমতা দখল করবে বামফ্রন্ট। এবং শুধু তাই নয়, এই বিলম্বিত অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার ৬৮ বছর রাজত্ব করবে এমন একটা ধারনাও দেখলাম দিব্যি জন্মে গিয়েছে তারমধ্যে। আষাঢ়ে না হোক শ্রাবণের ঘনঘটা চলাকালীন এমন টেনিদাসুলভ আলোচনা খুব

একটা খারাপ লাগছিল না। বিস্কুট না জুটলেও দু ভাঁড় চা সহযোগে এই গুলগাপ্পা জমছিল বেশ। ভদ্রলোক আবার যুক্তি সাজাতে কীনা ধরা করলেন যুযুধান বিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ওঁর কথায় , 'মমতা যদি ১ থেকে (২০০৪ এর লোকসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একমাত্র নিজের আসনটি ধরে রেখেছিলেন) রাজ্যের ক্ষমতা পায়। সিপিএম তথা বামেরা কেন শূন্য থেকে ১৪৮ হবে না। ভদ্রলোকের কাটা ঘায়ে নুন ছেটাতে মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই বেস্ট অফ লাক বলে ক্ষান্তি দিয়েছিলাম।

এরপর তিনের পাতায়

যশের পর বাংলায় বন্যার পদধ্বনি

কুনাল মালিক : অতিমারি করোনার দাপটে গত দেড় বছর ধরে মানুষ নাজেহাল। আবার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় ভীত মানুষ। তারই মধ্যে বাংলা দেখেছে আমফান ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব। গত মে মাসে যশের প্রভাবে জোয়ারের ভরা কোটালের নদী প্লাবন। কিছুতেই মানুষকে একটু স্বস্তি-শান্তিতে দিন যাপন করতে দিচ্ছে না প্রকৃতি। এরই মাঝে গত বুধবার থেকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে অবিশ্রান্ত বর্ষণে বাংলায় বন্যার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার সারা দিন অভিভারি

বৃষ্টিতে দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া সহ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল জল মগ্ন হয়ে পড়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের খবর শুক্রবারও দক্ষিণ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ভারি থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবার সম্ভাবনা।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নদী উপকূলবর্তী গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং, ডায়মন্ড হারবার, বজবজ-২ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অধিকাংশ পুকুর ভেসে গেছে। আমন ধানের জমিতে জল জমে বীজতলা নষ্ট হওয়ার মুখে। সুন্দরবন এলাকার উচ্ছে, পটল ও শসা চাষের জল জমে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সাগরে পান বরোজে জল জমে পান চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা আপাতত বন্ধ।

এরপর তিনের পাতায়

ট্রলার দুর্ঘটনা এড়াতে একগুচ্ছ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাকদ্বীপ-নামখানা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যে সমস্ত মৎস্যজীবী ট্রলার নিয়ে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যান, মাঝে মধ্যেই তারা খবরের শিরোনামে উঠে আসেন। ট্রলার ডুবি, মৃত্যুর ঘটনা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। কিছুদিন আগে কাকদ্বীপে ১০ জন মৎস্যজীবী ট্রলার দুর্ঘটনায় মারা যান। মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি সহ জেলার উর্দ্ধতন আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা সেই সব মৃত

পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেন। ওই সময় কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলেন, দুর্ঘটনা এড়াতে স্থায়ীভাবে একটা সমাধান সূত্র বার করা হোক এবং একটি প্রশাসনিক বৈঠক করুন।মন্ত্রী অখিল গিরি কথা রাখলেন। গত ২৮ জুলাই আলিপুরে মৎস্যজীবী সংগঠনকে নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, জেলা শাসক ডঃ পি উলগানাথন, সভাধিপতি সামিমা সেখ সহ কোস্টগার্ড ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এরপর তিনের পাতায়

নকল পানীয় জলের কারখানা

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায় : বারুইপুরে নকল পানীয়ের কারখানার হদিশ।বাড়ির পিছনে চলছিল নকল পানীয়র কারখানা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে উত্তরভাগের কুড়ালি বাজারে সেই কারখানায় হানা দেয় বারুইপুর থানার পুলিশ। উদ্ধার প্রচুর পরিমাণ নকল পানীয়র বোতল। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারখানার এক কর্মীকে। যদিও কারখানার মালিক সামসুদ্দিন মোল্লা পলাতক। পুলিশ তার সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ

জানিয়েছে, ধৃতের নাম মিজানুর লস্কর। বাড়ি দক্ষিণ সাহাপুর। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার বারুইপুর আদালতে তোলা হবে। তদন্তকারী অফিসাররা বলেন, কয়েক মাস ধরেই এই কারবার চালাচ্ছিলেন সামসুদ্দিন মোল্লা। বাজার থেকে ফাঁকা বোতল নিয়ে এসে তাতে পটাশ জলের ফ্লেভার মিশিয়ে নামি বহুজাতিক সংস্থার পানীয় হিসেবে তা বাজারে ছাড়া হত মোটা টাকার বিনিময়ে।

এবার ফিজির পুজোয় চাকদহের দুর্গাপ্রতিমা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ রথের রশিতে টান পড়লেই বিশ্বজুড়ে বাঙালির ঘরে ঘরে দুর্গাপুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যায়। দুর্গাপুজো মানেই বাঙালির আবেগ। করোনা আবহে এবারও দুর্গাপুজোর আয়োজন হতে চলেছে। বিদেশ বিভূঁই দ্বীপরাষ্ট্র ফিজিতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘও দেবী দশভুজার আরাধনার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এবার সেখানকার পুজোয় দেখা মিলবে এই বাংলার নদিয়া জেলার চাকদহের দুর্গা প্রতিমা। চাকদহ শহরের খোশবাস মহল্লার (কে বি এম) বাসিন্দা অনুপ গোস্বামীর হাতে তৈরি দুর্গা প্রতিমা এই প্রথমবার বিদেশের মাটিতে পূজিত হবে। আর সেই নিয়েই অত্যন্ত আবেগ মথিত মাঝ বয়সী ভাস্কর্য শিল্পী অনুপ গোস্বামী। তাঁর স্টুডিওতে ইতিমধ্যেই মূর্তি গড়ার কাজ সম্পূর্ণ। এখন চলছে বিদেশে প্রতিমা পাঠানোর চূড়ান্ত ব্যস্ততা। কলকাতার খিদিরপুর বন্দর থেকে জাহাজে চড়ে সেই দুর্গা প্রতিমা সহ আরও একাধিক মূর্তি সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ফিজির উদ্দেশে রওনা হবে। মফস্বলের একজন শিল্পীর তৈরি দুর্গা প্রতিমা সহ একাধিক বিগ্রহ বিদেশে যাওয়াকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই চাকদহ জুড়ে জনমানসে চর্চা শুরু হয়েছে।

গতবছর অতিমারি করোনা সংক্রমণের কারণে সর্বত্র কার্যত জৌলুশহীনভাবে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। এবার করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউয়ের মধ্যেও উৎসব মুখর বাঙালি পুজোর প্ল্যানিংয়ে মেতে উঠতে শুরু করেছে। আর কিছুদিন পর করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ার আশংকায় আতঙ্কিত বিশ্ববাসী। এমতাবস্থায় মহামায়ার আরাধনার আয়োজন ঘিরে ঘোর অনিশ্চয়তা থাকলেও এত সহজেই কিন্তু হার মানতে রাজি নন উৎসবপ্রিয় বাঙালি। ইতিমধ্যেই পাড়ায় পাড়ায় কুমোরটুলিতে দুর্গা প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। নজরকাড়া পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যেও কয়েকদফা আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে।

তবে, ফিজির জন্য অনুপ

গোস্বামীর দুর্গা প্রতিমা গড়ার প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছিল বছর দেড়েক আগেই। ভাস্কর্য শিল্পী সূত্রে জানা গেছে, অনুপবাবু এর আগে কানাডা এবং ফিজিতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রমের জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের মূর্তি তৈরি করেছিলেন। তাঁর তৈরি সেই মূর্তি ফিজির সংঘ পরিচালক অতনু মহারাজের খুবই পছন্দ হওয়ায় তিনি সেখানকার দুর্গাপুজোর জন্য বছর দেড়েক আগেই প্রতিমা তৈরির বরাত দেন এই শিল্পীকে। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে বিভিন্ন আরও কিছু বিগ্রহ তৈরিরও বরাত মেলে শিল্পীর। ফাইবারের তৈরি এইসব মূর্তি এখন বিশেষভাবে প্যাকিং করার কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। জাহাজে কন্টেইনারে বোঝাই হয়ে আগামী দু'মাসের মধ্যেই মূর্তিগুলি ফিজিতে পৌঁছে যাবে বলে শিল্পী আশা প্রকাশ করছেন।

অনুপ গোস্বামীর লেখাপড়া খুব বেশি নয়। তিনি শিক্ষিত পরিবারে বড়ো হলেও ছোট থেকেই মৃৎশিল্পের প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক থাকায় স্কুলে মাধ্যমিকের গণ্ডিটাও অতিক্রম করতে পারেননি। সেই গভীর আগ্রহ নিয়েই অনুপবাবু কিশোর বয়সে কলকাতার কুমোরটুলিতে গিয়ে মৃৎশিল্পে হাতপাকানো শুরু করেছিলেন। সময়ের তালে তালে তিনি মাটির পাশাপাশি ব্রোঞ্জ, পাথর, ফাইবার প্রভৃতি উপাদানেও মূর্তি সহ বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তি তৈরির কাজ করতে থাকেন। বর্তমানে তিনি রাজ্যের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। শিল্পীর একমাত্র কন্যা অনামিকা আর্ট কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করার পর বর্তমানে তাঁর কাজে সহযোগিতা করছেন। অনুপ গোস্বামী আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে বলেন, একসময় কলকাতার বিখ্যাত পুজোমণ্ডপগুলিতে আমার তৈরি দুর্গা মূর্তি শোভা পেত। এখন অন্যধারার শিল্পকর্মের দিকে ঝোঁক বেশি থাকায় পুজোমণ্ডপের জন্য মূর্তি গড়া আর খুব একটা সম্ভব হয় না।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ৩১জুলাই – ৬ আগস্ট, ২০২১

জাত–পাত সংরক্ষণ কতদিন

সম্প্রতি দেশের প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা দিবসে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বাংলা ভাষায় পঠন পাঠনের সুযোগ পাবে এ বাংলার ছাত্র ছাত্রীরা। অন্যদিকে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীরা মেডিকেলে ১০ শতাংশ সুযোগ পাবে। সংরক্ষণ আর্থিক দিক থেকেই হওয়া উচিত এমন দাবি এক সময় জ্যোতি বসুর সরকারও দাবি করেছিল। সে সময় মণ্ডল কমিশনের যুগ। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত ছেলেমেয়ে জাত–পাত ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল। সেই মণ্ডল কমিশনের যুগে বহু প্রতিবাদী ছেলে গায়ে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ করেছিল সেই সময়। মণ্ডল–কমণ্ডলের সেই রাজনীতির মূল হোতা ছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং। সময়ের চাকা অনেক গড়িয়েছে দিল্লিতে পালাবদল ঘটেছে। পালা বদল ঘটেনি জাত–পাত ভিত্তিক সংরক্ষণের। ২৭ শতাংশ অনগ্রসর শ্রেণির জন্য মেডিকেলে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় রাজ্য সরকারের চাকরিতে শুধুমাত্র জাত–পাতের উপর ভিত্তি করে সংরক্ষণ প্রথা চলে আসছে। মেধা বা যোগ্যতা সেখানে বিবেচ্য হচ্ছে না। এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিকেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশাতেও মেধাকে অগ্রাহ্য করে জাত–পাতকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়ে আসছে। একদা জগজীবন রামের আমলে যে সংরক্ষণের কোটা বৃদ্ধি করা হয়েছিল ভোট রাজনীতিকে সামনে রেখে সেই ধারা আজও অব্যাহত।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি চাকরির চাহিদাও বেড়েছে। দেশভাগের পর অনেকগুলো দশক চলে গেছে। ভারতীয় সংবিধানে সকলের জন্য শিক্ষার যে কথা বলা হয়েছে তা আজ অনেকটাই সাফল্যের পথে। দেশ জুড়ে শহর গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা এবং মিড ডে মিলকে পৌঁছে দেওয়া গেছে। তবুও জাত–পাতের ওপর ভিত্তি করে সমাজকে প্রকৃত অর্থে বিভাজিত করা ও পিছিয়ে রাখার কৌশলী খেলা চলছে ভোট রাজনীতির কারবারীদের জন্যই।

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে চাকরি পাওয়ার অন্যতম মানদণ্ড হয়ে উঠেছে জাত–পাত। যদিও বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত তথাকথিত অনগ্রসর শ্রেণির জন্য নানা বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে আর্থিক দিক থেকে যথেষ্ঠ স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও সেই পরিবারগুলি সরকারের সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে চলেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। অন্যদিকে 'জেনারেল বা সাধারণ জাত' বলে সমাজে পরিচিত অভাবী সংসারগুলি আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়ে চলেছে। এরাও যে এ সমাজের মানুষ সেকথা সংরক্ষণ প্রিয় শাসক সম্প্রদায় কখনোই মনে করে না। প্রকৃত গরিব মানুষ সরকারি সাহায্য পাক এই ভাবনার পরিবর্তে কেবলমাত্র তথাকথিত 'নিচু জাত'কে সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার 'মহতি' ভোট রাজনীতি সবাই করে চলেছে। ভারতীয় সংবিধানে বর্ণিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে জাত পাত আর ভেদাভেদের রাজনীতি দেশকে পিছিয়ে দিয়েছে।

এশিয়া মহাদেশে বহু রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পরেও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বিশ্বের দরবারে। সে সব দেশের সার্বিক উন্নতিতে কখনোই জাত–পাত গুরুত্ব পায় নি। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পরা দেশবাসী সংরক্ষণের সুযোগ পান কিন্তু ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাত–পাতকে গুরুত্ব দেওয়া কতটা বাস্তব সম্মত ও নিরাপদ তা আজও ভাবার অবকাশ পাননি রাজনীতিকরা। দেশের প্রগতি দেশবাসীর মঙ্গলের ওপর নির্ভরশীল এবং সেই মঙ্গল কোনও বিশেষ জাত বা সম্প্রদায়ের নয় ভারতবাসীর জন্য।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

এভাবেই সকল পথে একই গতি লাভ হয়– এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে প্রকৃত লক্ষ্য থেকে বিপথে চালিত হয়।

এই মন্ত্রে সম্ভাবাৎ, অর্থাৎ পরম কারণের উপাসনার দ্বারা– কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এবং অস্তিত্বশীল সব কিছুই তাঁর থেকে উদ্ভব হয়েছে। ভগবদ্‌গীতায় (১০/৮) ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবসহ সকলেরই সৃষ্টিকর্তা তিনি। যেহেতু জড় জগতের প্রধান তিন দেবতাকে ভগবান সৃষ্টি করেছেন, তাই ভগবান হচ্ছেন জড় ও চিন্ময় জগতে যা কিছু অস্তিত্ব আছে সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সেই রকম অথর্ব বেদে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্বে যিনি বর্তমান ছিলেন এবং ব্রহ্মার হৃদয়ে যিনি বৈদিক জ্ঞান প্রকাশ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 'পরমপুরুষ জীব সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছিলেন বলেই ভগবান নারায়ণ জীবসমূহ সৃষ্টি করলেন। নারায়ণ ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেন। নারায়ণ অষ্ট বসুকে সৃষ্টি করেন। নারায়ণ একাদশ রুদ্রের সৃষ্টি করেন। নারায়ণ দ্বাদশ আদিত্যের সৃষ্টি করেন।' নারায়ণ যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, তাই নারায়ণ এবং কৃষ্ণ একই। অন্যান্য আরও বহু শাস্ত্রে লিখিত হয়েছে যে, সেই পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন

ফেসবুক বার্তা

কার্গিল যুদ্ধের হিরো দ্বীপ চাঁদ সিং ও উদয় সিং

কার্গিল যুদ্ধে এই দুই হিরো নিজের দুই পা, এক হাত হারালেও ভারত মায়ের এক টুকরো ভূমি হারাতে দেননি আজ কার্গিল বিজয় দিবসে। তোমাদের প্রণাম ও স্যালুট জানাই

দ্বিতীয় ঢেউ সামলে তৃতীয় হানা আটকাতে তৈরি

পার্থসারথি গুহ : ঝপাঝপ প্রথম ৪–৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে একটা টিমের যেমন ল্যাজেগোবরে হাল হয় কোভিডের ঝটকায় এই অবস্থাই হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারের। নিফটি ও সেনসেক্স দুমরে মুচড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরকম খারাপ পরিস্থিতিতে যে কোনও টিমের প্রয়োজন হয় একটা ভালো জুটি গড়ে ওঠার। যার ওপর ভর করে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে ইনিংস। বস্তুত, এই জুটি বাঁধার কাজটাই এতদিন চলছিল সন্তর্পণে। যার ভরপুর প্রকাশ ঘটল গত কয়েক সপ্তাহে। দ্বিতীয় ঢেউয়ের পরেও বাজার দেখিয়ে দিল সে যথেষ্টই শক্তপোক্ত।

এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১৫–১৬ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে প্রধান ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রনী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারিকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২–৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর

নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ৭৫ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গড়পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে

আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান ইউনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫–৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত। শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা। তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গড়া সম্ভব।

বড়দেরকেও ছোটবেলায় নিয়ে যায়

ড. জয়ন্ত চৌধুরী : সাহিত্যিক গল্পকার ও সম্পাদক জয়ন্ত দে'র ছোটদের জন্য 'এক ডজন হুলো' বইটি পড়ে লেখকের ছোট ও কিশোর সাহিত্য কর্মের প্রতি প্রত্যাশা বেড়ে গেল। সাম্প্রতিক কালে শিশু ও কিশোর মনের পুষ্টি বর্ধক গ্রন্থ রচনার হার পড়তির দিকে। হুলো বেড়াল নিয়ে জীবনের কোনও না কোনও বাঁকে বাঙালির স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। নিজের পাড়া কিংবা বাড়ির পোষ্যের মজাদার গল্পগুলি বর্তমান প্রজন্মের কচিকাঁচাদের মনের সীমানা ছুঁয়ে যায়। 'হুলো ধরল চোর', 'হুলো গাল ফুলো', 'হুলো কেন ঝগড়া করে?' কিংবা 'লকডাউনে হুলো' গল্পগুলি বেজায় মজার। বারোখানা গল্পের এই সংকলনে অজস্র হুলোর ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুব্রত মাজীর তুলির টানে। হুলো আর মেনিদের কথা পড়তে পড়তে বড়দের 'বুড়ো' মন কখন ছোটবেলায় নিয়ে চলে যায় তা বইটি শেষ করার পর আবিষ্কার হয়। বড়দের সাহিত্য জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচিত লেখককে আগামী দিনেও ছোটদের মনভোলানো জগতে নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। এক

ডজন হুলো– জয়ন্ত দে/দীপ প্রকাশন। ২০০ টাকা।

বিপ্লবী ফরাসি শহর চন্দননগর দর্শন করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ফরাসি উপনিবেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটি বিপ্লবীদের প্রাণকেন্দ্র চন্দননগর শহরকে নিয়ে একটি বই পিপাসু বাঙালি পাঠকের কাছে নিয়ে এলেন রঙিন মাছের গবেষক পতিত পাবন হালদার। বইটি ঐতিহাসিক ফরাসি গন্ধ মাখানো গঙ্গার তীরে সুন্দর পরিবেশে অবস্থিত চন্দননগর শহর। এক সময় বিশ্বকবি রবি ঠাকুর এই শহরে বহুবার এসেছেন। এখানে থেকে তিনি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখে ছিলেন। সম্প্রতি ইস্পাত সংঘ আয়োজিত ভাকুণ্ডা স্পোটিং ক্লাব ময়দানে চন্দননগর বইমেলায় সহজে চন্দননগরকে

ঘুরে দেখুন 'বইটি প্রকাশিত হল। লেখক পতিত পাবন হালদার খুব যত্নের সঙ্গে ক্যামেরাবন্দি করেছেন প্রাচীন শহরের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য। বইটিতে তথ্য দিয়েছেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী পাল বইটিতে মানচিত্র সহযোগে ফরাসি স্থাপত্য ঐতিহাসিক চন্দননগর স্ট্যান্ড থেকে বিপ্লবতীর্থর সুলুক সন্ধান রয়েছে। হালদার পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত বইটির আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ করেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি ও কবি মৃদুল দাশগুপ্ত প্রসঙ্গত, লেখক পতিত পাবন হালদার রঙিন মাছ সম্পর্কে অসংখ্য বই লেখেন। আজ এই ইন্টারনেটের যুগেরও বাঙালির কাছে বইয়ের আকর্ষণ কিন্তু কমেনি।

চোর গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে এনজিপি থানার পুলিশ মূল্যবান জিনিস চুরি করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। ব্যক্তির নাম দেবাশীষ দাস, সম্প্রতি কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ি দক্ষিণ ভারত নগর–এর বাসিন্দা সমীর দত্তের বাড়ি থেকে প্রচুর মূল্যবান জিনিস চুরি হয়। যার মধ্যে মোবাইল ল্যাপটপ কম্পিউটার রয়েছে। এরপর তিনি এনজিপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজিপি থানার পুলিশ এবং বুধবার দিন সকালে দেবাশীষ দাস নামক ব্যক্তি কে গ্রেপ্তার করে।

মাস্ক সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনাভাইরাস এর প্রভাব এখনো নির্মূল হয়নি গোটা দেশে, পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণে আসেনি । এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হলো জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে। জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে মাস্ক পড়ুন এবং যানবাহনে উঠুন এই সচেতনামূলক বার্তা নিয়ে প্রচার চালানো হয় বুধবার দিন। বিভিন্ন টোটো গুলিতে সচেতনতামূলক

স্টিকার লাগানো হয়। টোটো যাত্রীরা এবং টোটো চালকরা অনেকেই মাস্ক না পড়ে যাতায়াত করছেন যার ফলে করোনাভাইরাস এর সংক্রমণের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পাচ্ছে জলপাইগুড়িতে। তাই সংক্রমণ প্রতিহত করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে। জলপাইগুড়ি পুলিশ প্রশাসন থেকে জানানো হয় মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হলে সেই ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

বকেয়া বেতনের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বকেয়া বেতনের দাবিতে দার্জিলিংয়ের জেলাশাসককে চিঠি দিল দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্যকর্মীদের শ্রমিক ইউনিয়ন। তারা দাবি জানায় করোনা পরিস্থিতির সময় নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে চলেছেন, কিন্তু বেতন ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে তাদের বকেয়া বেতন দিতে হবে এই মর্মে একটি চিঠিতে অভিযোগ লিখে দার্জিলিং জেলা শাসক কে মঙ্গলবার প্রদান করল দার্জিলিং জেলা স্বাস্থ্য কর্মীদের ইউনিয়ন। ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে অন্যান্য জেলায় স্বাস্থ্য কর্মীদের বেতন বাড়লেও দার্জিলিং জেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বর্ধিত হয়নি।

খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে জলপাইগুড়িতে। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের নিয়ে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের ডিআরএস হলে খাদ্য বিষয়ক সচেতনতা মূলক আলোচনা হল। জলপাইগুড়ি জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি অমিতাভ অধিকারী বলেন, কীভাবে মিষ্টিকে হাইজিনিক রাখা যায়, রান্নাঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, কারিগরদের ও মিষ্টি তৈরির সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা পাশাপাশি মিষ্টির ডেলিভারির বিষয়েও হাইজিনিক রাখা যায় সহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এদিন। বেশিরভাগ ই ম্যানটেন্টস্ সম্ভব। তবে গ্রাম গঞ্জে এখনো সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। মিষ্টি ব্যবসায়ী বাবু ঘোষ বলেন মিষ্টি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের অবিলম্বে ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। ডেপুটি সিএমওএইচ ডঃ মৃদুল ঘোষ বলেন, খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন এবং গাইড লাইন সম্পর্কে সচেতন করা হল। করোনা আবহে দৈনন্দিন জীবনে সুস্থ থাকতে খাদ্য বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এদিনের শিবির। এছাড়াও লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশনের বিষয়ে কীভাবে বাড়িতে বসে অনলাইনে আবেদন করা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সবাই কে লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করার আবেদন জানানো হয়। তিনি বলেন, হাইজিনিকের ব্যাপারে প্রথমে মিষ্টি সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সচেতন করা হবে পরে অভিযান চালানো হবে।

শিলিগুড়িতে করোনা টিকাকরন শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়ি পুরো নিগমের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে শুক্রবার দিন করোনা টিকাকরন শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে মূলত শূন্য থেকে বারো বছর বয়সী বাচ্চাদের মায়েদের টিকাকরণ এবং ৪৫ বছরের উপরে ব্যক্তিদের টিকাকরন করা হয়। নাম জমা দেওয়া নিয়ে উদ্যোক্তাদের সাথে বাচ্চাদের মায়েদের কথা কাটাকাটি হয়। এরপর উদ্যোক্তারা হাতজোড় করে অনুরোধ করলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় । শিলিগুড়ি পুরো নিগমের পুরো প্রশাসক গৌতম দেব জানান এই ধরনের শিবির আয়োজন করলে খুব দ্রুত মানুষ টিকা পাবে। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন আর কিছুদিনের মধ্যে আবার টিকাকরণ শিবিরের আয়োজন করা হবে।

সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৃত ট্রাকচালকের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য তুলে দিল শিলিগুড়ি আইএনটিটিইউসি এনজিপি শাখার ইউনিট। গত ৩০ তারিখে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মোহাম্মদ টিকু নামে একজন ট্রাক চালকের তারপর থেকেই তার পরিবারটি আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পরিবারটির হাতে নগদ ৪৫ হাজার টাকা, তিন মাসের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী, এবং বাচ্চাদের পড়াশোনার যাবতীয় জিনিস তুলে দেওয়া হয়।

পুলিশী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায় শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে অবস্থিত লজে। দেহ ব্যবসার আসর বসানো হয় সেখানে। পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে লজের ম্যানেজার রয়েছেন। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের শুক্রবার দিন আদালতে তোলা হয়।

কোভিড মোকাবিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড মোকাবিলায় পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি । আজ তারা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২৩,৫০১.০০ টাকার চেক তুলে দিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার প্রশাসক গৌতম দেবের কাছে। গৌতম দেবের হাতে চেকটি তুলে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল শিক্ষা সেলের তরফ থেকে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষকেরা যারা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে আছেন। পরে গৌতম দেব জানান, এই করোনা আবহে শিক্ষকেরা যেভাবে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গতবারও কোভিড পরিস্থিতিতে শিক্ষকেরা এগিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদের তরফ থেকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হয়েছিলো এই করোনার সময় সর্বহারা দুঃস্থদের জন্য। আমি নিজে তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

অন্তর্দ্বন্দ্বে হার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্তর্দ্বন্দ্বর কারণে প্রাক্তন পর্যটন মন্ত্রী গৌতম দেবের পরাজয় হয়েছে। সেই কারণে বিশ্বাসঘাতকদের দল থেকে পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ডাব গ্রাম ফুলবাড়ি

কেন্দ্রের এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য কার্তিক মণ্ডলকে দল বিরোধী কার্যকলাপ করবার জন্য মঙ্গলবার দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে বিজেপির হয়ে বিধানসভা নির্বাচনের সময় কাজ করেছে সে, তাকে যে চারটি বুথের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রত্যেকটি বুথে তৃণমূল কংগ্রেস লিড নিতে পারেনি। আপাতত তাকে পাঁচ বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। গত লোকসভা নির্বাচনে সংলগ্ন এলাকায় নয় হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল বিজেপি, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের সময় দেখা যায় সেই ব্যবধান অনেকটাই কমে একত্রিশশো ভোট হয়। মঙ্গলবার দিন অম্বিকানগর এ দলীয় কার্যালয় অফিস এ অঞ্চল সভাপতি ঘোষণা করেন দল বিরোধী কার্যকলাপ করার জন্য কার্তিক মণ্ডলকে পাঁচ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হল, শুধু কার্তিক মণ্ডল নয় আরো বিশ্বাসঘাতক রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। দলের মধ্যে যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতক রয়েছে সেই সমস্ত বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

গাড়ি–টোটো প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ আরবান স্টেট ম্যানেজমেন্ট এর পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি পুরো নিগম কে আট টি গাড়ি এবং বেশ কিছু টোটো দেওয়া হল। শিলিগুড়ি পুরো নিগমের পুর প্রশাসক গৌতম দেব জানান এই গাড়ি এবং টোটো গুলো সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এবং লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর কাজে লাগানো হবে। গাড়িগুলির উপরে ঢাকনা রয়েছে ভরে নোংরা আবর্জনা উপচে পড়বে না। এছাড়া তিনি আরও জানিয়েছেন আগামী পাঁচ থেকে ছয় মাসের মধ্যে শিলিগুড়ি শহরকে সম্পূর্ণ আবর্জনা মুক্ত শহর বলে গড়ে তোলা হবে ।

করোনা তান্ডবে বন্ধ ঐতিহাসিক গাজী বাবার মেলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : বিগত ২০২০ সালে করোনার তান্ডবে বন্ধ ছিল ঘুটিয়ারী শরীফে ঐতিহাসিক গাজী বাবার মেলা। চলতি বছর ১৭ শ্রাবণ গাজী সাহেবের মেলা হবে কি হবে না সেই বিষয় নিয়ে এলাকার সমস্ত মানুষজন সহ প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা চিন্তায় ছিলেন।কী হবে সেই নিয়েই বুধবার দুপুরে ক্যানিং ১ বিডিও অফিসে বসেছিল প্রশাসনিক বৈঠক। বৈঠকে একাধিক প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি সহ এলাকার বিশিষ্টরা এবং মাজার কমিটির সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। আগামী দিনে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসতে চলেছে মহামারী আকারে। মেলা অনুষ্ঠিত হলে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। ফলে করোনা মহামারী আরো বিশাল আকারে ছড়িয়ে পড়বে। আর সেই কারণেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গাজী সাহেবের মেলা অনুষ্ঠিত হবে না।

ফলে চলতি বছরে ঘুটিয়ারী শরীফে গাজীবাবার মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, জেলাপরিষদ সদস্য শৈবাল লাহিড়ী, ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, ক্যানিং-ভাঙড়, জীবনতলা-ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির আইসি,ওসি, জিআরপি, আরপিএফ আধিকারীক সহ বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গোবিন্দ শিকদার ও স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান উপপ্রধানরা।

ঘুটিয়ারি শরীফে গাজী বাবার কিস্‌সা

উল্লেখ্য বাদশাহ চন্দন সাহার ছেলে মধ্যযুগের পীর হজরত গাজী সৈয়দ মুবারক আলি শাহ (গাজীবাবা) ছিলেন দিল্লি নিবাসী। বেলে গ্রামের আদমপুরের জঙ্গলে তাঁর জন্ম। খুব ছোট্টবেলা থেকে তিনি ছিলেন সংসার বিমুখ। তাঁর দুটি পুত্র সন্তান জন্মেছিল। দুঃখী গাজী ও মেহের গাজী। আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার আশায় মুবারক সংসার ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে ঘুটিয়ারী শরীফের কাছে বিদ্যাধরী নদীর তীরে নারায়ণপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। তারাহেদে নামে একটি দিঘীর পাড়ে আস্তানা গাড়েন। জানা যায় তৎকালীন জমিদার রামচন্দ্র চাটুজ্জ্যে তাঁকে এলাকা থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। পরে ধোয়াঘাটা গিয়ে হেলা খাঁ নামে অপর এক জমিদারের কাছে আশ্রয় নেন। এরই কাছাকাছি কুড়ালীর সাপুর গ্রামে একটি মরা শেওড়া গাছের তলায় নিয়মিত বসতেন তিনি। বেশ কয়েকদিন পর

আশ্চর্যজনক ভাবে ওই মরা শেওড়া জীবিত হয়ে গাছের পাতা, ফল, ফুল ফোটায় স্থানীয় লোকজন তাঁকে শ্রদ্ধা করতে থাকেন।

সেই সময় রাজা মদন রায় এক গুরুতর সমস্যায় পড়েন এবং জেল খাটতে হবে নিশ্চিত জেনে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। সে যাত্রায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করে মুবারক তাঁকে বাঁচিয়ে ছিলেন। রাজা মদন রায় খুশি হয়ে তাঁকে ঘুটিয়ারী শরীফে ৪৫২ একর জমি পাট্টা দিয়েছিলেন। মুবারকের বড় ছেলে দুঃখী তাঁর খোঁজ করতে করতে ধোয়াঘাটায় গাজী বাবার সন্ধান পায়। বাবাকে কাছে পেয়ে ছেলে আনন্দিত হয়ে বাবার সাথে থাকতে শুরু করেন।

১৭০৭ সালে মহামারি মন্বন্তর হয়। সেই সময় অনাবৃষ্টির কারণে চাষ-আবাদ পুরো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখী গ্রামবাসীরা মুবারক কে বলেন বাবাজী এখনও বৃষ্টি হল না। ছেলেপুলেরা কি খাবে? তিনি ব্যথিত হয়ে ৭ আষাঢ় ঘুটিয়ারী শরীফে আড়াই কুপ (আড়াই কোদাল) একটি পুকুর খনন করেন এবং মক্কা শরীফের আল্লার কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করে একটি ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসেন। সেই সময় ভক্তদের তিনি বলেছিলেন যতদিন পর্যন্ত বৃষ্টি না হবে, ততদিন পর্যন্ত তাঁর ঘরের দরজা যেন কেউ না খোলেন।

সেই সময় একদল পাঠান তাঁর হাজত নিয়ে ধ্যানমগ্ন ঘরের বন্ধ দরজার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন পাহারায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর মুবারকের কোনওরূপ সাড়া না মেলায় অধৈর্য্য হয়ে তারা ঘরের দরজা ভেঙে ফেলেন। দেখা যায় ধ্যানমগ্ন অবস্থা মুবারক মারা গেছেন। সেই দিনটি ছিল ঐতিহাসিক ১৭ শ্রাবণ। তারপর ওই দিনই আকাশ ভেঙে প্রচুর বৃষ্টি নামে। সেই থেকে গাজীবাবার মৃত্যু দিনটিকে বহুকাল ধরে গাজী সাহেবের মেলা নামেই পালিত হয়ে আসছে। ৪৫২ একর জমির উপর গড়ে উঠেছে গাজী বাবার মাজার। ১৭ শ্রাবণ দিনটিতে ভক্তরা তাঁর আত্মার শান্তির জন্য আয়োজন করেন শ্রাদ্ধের। মেলা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মেলায় দেশ-বিদেশ সহ ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১৭ শ্রাবণ দিনটিতে লক্ষাধিক ভক্তদের সমাগম হয়।এছাড়াও সাধারণ লোকজন মনঃস্কামনা পূরণের জন্য পবিত্র ভাবে বাবার নিজ হাতে আড়াইকোপ কোদালে কাটা মাজার সংলগ্ন পুকুরে মক্কা পুকুর এ সিরনি ভাসিয়ে দিলে কিংবা লাল সুতো নিয়ে নিমগাছে বা মাজারে ঢিল বাঁধেন।

বহুকাল ধরে আজও সেই রীতি নিয়ম মেনেই চলে আসছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফে ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা। করোনার অতিমারীর জন্য এই নিয়ে পর পর দুবছর বন্ধ হল ঐতিহাসিক গাজী সাহেবের মেলা।

হাওড়ায় ছাত্র– ছাত্রীদের বিক্ষোভ

সঞ্জয় চক্রবর্তী : উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবার পর থেকেই সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন স্কুলের যে সকল পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি সেই সকল পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দফায় দফায় বিক্ষোভ ও পথ অবরোধের জেরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জেলা গুলির মতো হাওড়ার বিভিন্ন স্কুলেও দেখা যায় বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ। এই বিক্ষোভে পড়ুয়ারা ছাড়াও তাদের অভিভাবকদের সামিল হতে দেখা যায়। মূলত যে সকল পরীক্ষার্থী পাশ করতে পারেনি তাদের পাশ করানোর দাবিতে কোথাও প্রধান শিক্ষককে স্কুলের ঘরে তালা বন্ধ করা হয়, আবার কোথাও স্কুলের সংলগ্ন রাস্তায় পথ অবরোধ করে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। হাওড়ার যে সমস্ত স্কুলের পাশ করানোর দাবিতে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা বিক্ষোভ দেখায় সেই সব স্কুল গুলি হলো, হাওড়া জগবল্লভপুর থানার অন্তর্গত হাঁটাল বিশালাক্ষী হাই স্কুল। হাওড়া পেঁড়োয় চাতরাখালি ভারত চন্দ্র রায়গুণাকর বালিকা বিদ্যালয়। হাওড়া আমতা থানার অন্তর্গত কাদম্বিনী বালিকা বিদ্যালয়। হাওড়া বাউড়িয়া থানার অন্তর্গত খাজরি হাই স্কুল। হাওড়ার বাউড়িয়া গার্লস হাই স্কুল। এদিন এই সব স্কুলের পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের দফায় দফায় বিক্ষোভ ও পথ অবরোধের জেরে স্কুল সংলগ্ন রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে স্থানীয় থানার হস্তক্ষেপে তা উঠে যায়। ওই সকল স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা প্রত্যেক পরীক্ষার্থী যারা পাশ করতে পারেনি তাদের লিখিত আবেদনপত্র জমা দিতে বলেন। এই সব পরীক্ষার্থীদের আবেদন পত্র গুলি শিক্ষা দপ্তরে কাছে পাঠানো হবে বলে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের আশ্বস্ত করেন। এ নিয়ে নানান মহলের নানান মতের নানান জল্পনা সর্বত্র। কিন্তু এই সকল পরিক্ষার্থীদের ভাগ্য কী হয় সেদিকেই সকলে তাকিয়ে।

খুনের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোমবার রাত্রে কীর্ণাহারে অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি বিদ্যুৎ চ্যাটার্জীকে বটি দিয়ে কোপানোর অভিযোগে তেলেভাজা দোকানি চরণদাস বৈরাগ্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। চরণের দোকান ভাঙচুর করে বিদ্যুতের লোকজন। ২৪ জুলাই রাজনগরে তৃণমূল বুথ সভাপতি বাসুদেব মন্ডলকে ছুরি দিয়ে হামলার অভিযোগে পল্টু নন্দীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাসুদেব সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

টোটো–ট্রেলার সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : চিনপাই নীলনির্জন থেকে টোটো করে সিউড়ি ফেরার পথে ২৩ জুলাই রাত্রি আটটা নাগাদ কচুজোড় জাতীয় সড়কে টোটো–ট্রেলার সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে দেবাশীষ বসাক ও মীর শাহরুখ হোসেন মারা যায়। জখম চারজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ১৯ জুলাই রাত্রি সাড়ে দশটা চিনপাই বাইপাস জাতীয় সড়কে বোলোরো গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান দুবরাজপুর পুরসভার কর্মী প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়। জখম একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চলন্তবাইয়ে চাপতে গিয়ে ১০ জুলাই মুরারই স্টেশনে হাওড়াগামী মালদা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে পড়ে গিয়ে জখম হয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়ার আলাউদ্দিন খান। ৪ জুলাই সকালে বাগাডোলে গ্রামে চালাঘর চাপা পড়ে মৃত মুক্তিপদ বিত্তার। জখম দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

রক্তদান ও সম্বর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডি এন ঘোষ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে ২৫ জুলাই রক্তদান, শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। বিরাট রক্তদান অনুষ্ঠানে ৮৪ জন পুরুষ মহিলা সহ রক্তদান করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিধায়ক অশোক দেব বলেন, করোনা মহামারির সময় পুজো কমিটির এই রক্তদান বিরাট সাফল্য এনে দিলো। বজবজ পুরসভার পক্ষে গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, ডি এন ঘোষ রোড পুজো কমিটির পুজো সমাজে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে মানুষের মনে। পুজোর পাশাপাশি করোনা যোদ্ধা ডাক্তারদের সম্বর্ধনা সহ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা ও রক্তদান অনুষ্ঠান জনমানসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিল। সভায় উপস্থিত ছিলেন বিখ্যাত খেলোয়াড় অবিনাশ রুইদাস, জুয়েল রাজা ও জয় পুরকায়স্থ। পূজালী পুরসভার চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, উপ পুরপ্রধান ফজলুল হক, পম্পা ঘোষ, স্নিগ্ধা মাইতি, রামাদিন গুপ্তা, সুজিত সিকদার, উমাপদ নায়েক সহ আরও অনেকে, পুজো কমিটির পক্ষে কালী মাইতি, কাশীনাথ মাইতি, বাসুদেব মাইতিরা অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানের বিরাট কর্মকাণ্ড সাফল্য লাভ করেছে। পুজো কমিটির পক্ষে তাপস মাইতি একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, এবারে আমাদের পুজো কমিটির পুজো ৪৮ বছরে পড়লো।শিল্পী সনাতন রুদ্রপালের হাতে ছোঁয়ায় মায়ের 'রুদ্রমূর্তি' হবে। করোনার জন্য তিন দিক খোলা মণ্ডপ হবে। এবং কোভিড নিয়ম মেনে প্রতিমা দর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আরও জানান এই মহামারির সময়ে রক্তের চাহিদার জন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। উল্লেখযোগ্য সহযোগিতা করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান সহ এলাকার বিভিন্ন মানুষ। যাদের পরিশ্রমে এই কর্মকাণ্ড সফল হয়েছে তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাপস মাইতি।

দুই ২৪ পরগনা ও কলকাতা ভাবাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার বাংলায় করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে ৭৬৬ জনের। ওইদিন মৃত ১৪ জন। সংক্রমণ কমলেও একেবারে নিম্নমুখী হচ্ছে না। কোনও দিন ৬০০ তো পরের দিন ৮০০। তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় এখন বাধা নিষেধের নির্দেশ একেবারেই আলগা করতে নারাজ নবান্ন। তাই আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাধা নিষেধ থাকছে। চলবে না লোকাল ট্রেন। রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত নাইট কার্ফুয়ের ব্যাপারে প্রশাসন আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে। মাস্ক পরা এবং জমায়েত হওয়ার ক্ষেত্রেও নজরদারী চালাবে প্রশাসন। তৃতীয় ঢেউয়ের কথা ভেবে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে নানা পরিকল্পনা করা হয়েছে। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে করোনা সংক্রমণ একটু কমতেই আবার অনেক মানুষ গাছাড়া ভাব দেখাচ্ছেন। অনেকেই মাস্ক ছাড়াই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাছাড়া রাজ্যের অনেক মানুষ এখনো করোনার টিকা থেকে বঞ্চিত। এ ব্যাপারেও প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রসঙ্গত দুই ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় সংক্রমণের গ্রাফ প্রশাসনকে যথেষ্ট ভাবাচ্ছে। ২৭ জুলাই একটি তথ্যে জানা যাচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩৮ জন সংক্রমিত হয়েছিলেন পরের দিনই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮০ জন। দুদিনের নিরিখে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমণের সংখ্যা ছিল ৮১ এবং ১১৪। কলকাতার ক্ষেত্রে সেটা ছিল ৫৪ এবং ৮১। তাই মানুষকে আরও সচেতন হতেই হবে। অন্তত আগামী ৩-৪ মাস।

কৃতিদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বজবজ-২ নম্বর ব্লকের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিল বজবজ-২ নম্বর ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি এবং নোদাখালী থানা। গত ২৯ জুলাই বৃষ্টি মুখর অতনু মান্নাকে। বজবজ-২ নম্বর ব্লকের প্রাথমিক শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, সাতগাছিয়ার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান ধনশ্রী বাগ, বিডিও

দিনে বিকাল ৩টায় বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠান হয়। মাধ্যমিকে সংবর্ধনা পান শঙ্খদীপ দাস (বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়), সায়ন ঘোষ (রায়পুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ অমৃত বিদ্যালয়) এবং ওই বিদ্যালয়েরই সেখ আনাসার আলী। উচ্চ মাধ্যমিকে সংবর্ধনা পান দেবীপ্রিয়া গরাই (মুচিশা কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ), বর্ণালী হুতাইত (বুড়ুল গার্লস হাই স্কুল) এবং মেধা তিথি জানা (মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ)। এছাড়াও বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি পরিচালিত বিনামূল্যে ডব্লুইবিসিএল কোচিং এর দুই কৃতি ছাত্র বদিয়ার খানসামা এবং নবকুমার দাস, জয়েন্ট বিডিও অসীম ঘোষ, এসআই তথাগত ভট্টাচার্য, সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, নোদাখালী থানার আইসি পার্থসারথী ঘোষ, বুড়ুল কলেজের অধ্যক্ষা শ্রাবন্তী ভট্টাচার্য, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। সকল অতিথিরাই ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন শিক্ষার পাশাপাশি তারা যেন ভালো মানুষ হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তরুণ পাল, মহুয়া মালিক, রুনা দাস সাঁতরা, তনুশ্রী মণ্ডল এবং কল্পনা বাগ। আবৃত্তি পরিবেশন করেন পৌলমী বাগ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

হুমকি সহসভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দাঁড়কায় এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল জেলা সহসভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের ছাড়া অন্য কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে গেলে লাভপুরে ফিরবে না।' এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেনশ বিরোধীরা। তাহলে কি ২০২৩ পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২০১৮ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুনরাবৃত্তি হবে?

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের যুব ফেডারেশনের উদ্যোগে ভদ্রেশ্বর মানিকনগর শাখা আয়োজিত এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ভদ্রেশ্বরতলায় শীতলা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ডিওয়াইএফআই'র পতাকা উত্তোলন করেন মানিকনগর শাখার সভাপতি উদয় বাগ। মানিকনগর এতে পুরুষ ও মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। এই রক্তদান শিবিরে ডিওয়াইএফআই রেড ভলান্টিয়ার্সরা ও এসএফআইয়ের তিনটি সংগঠনের সদস্যরা যুক্ত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জি-বাংলা মীরাক্কেল খ্যাত অভিনেতা সৌরভ পালোধিকে সংবর্দ্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মানিকনগর শাখার

যুব ফেডারেশনের সম্পাদক সুভাষ রায়ের কথায় উঠে এসেছে, একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ- এই দুইয়ের জোড়া ফলায় রক্তের আকাল দেখা দিয়েছে। সেই কারণে এই রক্তদান শিবির। শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন শ্রীরামপুর শ্রমজীবী হাসপাতাল। সম্পাদক প্রদীপ ব্যানার্জী, ভদ্রেশ্বর পুরসভার বিরোধী দলনেতা গৌতম সরকার, কো-অর্ডিনেটর নরেশ চন্দ্র দাস, জোনাল সভাপতি স্বপন চক্রবর্তী, শংকর রায়, সৌরভ নন্দী, রাহুল চরিবালা, নিলাদ্রী কোলে, ভোলানাথ পরামানিক, সুব্রত সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বাঙালির দিল্লি বাসনা

প্রথম পাতার পর

এহেন স্বাধীনতা পাবার পরেও বাঙালি রয়ে গিয়েছে জাতীয় রাজনীতির আঙিনা থেকে অনেক দূরে। স্বাধীন ভারতে প্রথম নেহেরু মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছিলেন দুই বাঙালি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও কে সি নিয়োগী। কিন্তু দুজনেই মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে দিল্লি চুক্তির বিরোধিতা করে। এরপর গঙ্গা দিয়ে গড়িয়ে গিয়েছে অনেক জল। রাজনীতির চেনা সরণী বেয়ে একে একে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, গণি খান চৌধুরী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেক বাঙালিই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হয়েছেন বা নামী দামী বাঙালি সাংসদরা সংসদ কাঁপিয়েছেন। আজও বর্তমান মোদী মন্ত্রীসভায় বাংলার চারজন মন্ত্রী হিসাবে স্থান পেয়েছেন, কিন্তু কেউই এখনও পর্যন্ত জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হতে পারেন নি। একবার প্রবীণ কংগ্রেসী তথা বুদ্ধিদীপ্ত বাঙালি রাজনীতিক প্রণব মুখোপাধ্যায় ও একবার কমিউনিস্ট নেতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সুযোগ আসলেও তাঁদের দলই তা হতে দেয়নি। বাঙালির ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গিয়েছে। একটাই সান্ত্বনা প্রণববাবু দেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং সাফল্যের সঙ্গে পাঁচবছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। ফের কালচক্রের ঘূর্ণণে জাতীয় রাজনীতিতে আরও এক বাঙালি নেত্রী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে কয়েক বছরের ও মুখ্যমন্ত্রীত্বের ১০ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী রাজনৈতিক জোটের মুখ হওয়ার দৌড়ে বর্তমানে বেশ কিছুটা এগিয়ে রয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু এবারও তা অলীক খেলায় পরিণত হবে কিনা তা নিয়ে আপামর বাঙালির দ্বিধার শেষ নেই। জল্পনা অনেক চলছে কিন্তু আদৌ এক আটপৌরে বাঙালিকে দেশীয় রাজনীতিতে নিয়ন্ত্রকের জায়গা দেওয়া হবে কিনা সেটাই বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির লাখ টাকার প্রশ্ন। শুধুমাত্র গরিব কল্যাণ যোজনা ছাড়া দেশের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পশ্চিমবঙ্গ নামক একটি রাজ্য থেকে যদি কোনও বাঙালি দেশের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন তাহলে বাঙালির দিল্লি বাসনা পূর্ণ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের মতে সাধারণত অর্থনীতিতে এগিয়ে থাকা ব্যবসায়ী বান্ধব রাজ্য থেকেই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যিনি দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সঠিক দিশায় পরিচালিত করতে পারেন। এই সমীকরণ পাল্টে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাঙালিকে সত্যিই জাতীয় রাজনীতির আঙিনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন তবে তা হবে বাঙালির শাপমোচন।

ট্রলার ডুবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার ট্রলার ডুবির ঘটনা ঘটলো সুন্দরবনে। তবে এই ঘটনায় উদ্ধার করা গেছে জীবিত অবস্থায় সব মৎস্যজীবীকে। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সানকিজাহান কলোনীর ১৫ জন মৎস্যজীবী গোপালগঞ্জের পার্থসারথি দাসের এফ বি টুয়া নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে গভীর সুমুদ্রে চলে যায় মাছ ধরতে। মাছ ধরে ফেরার পথে ভারত বাংলাদেশ জল সীমানার কেঁদো দ্বীপের কাছে বঙ্গোপসাগরে মঙ্গলবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে। আর তাতেই ট্রলারটি ফুটো হয়ে জল ঢুকে ডুবে যায়।আর তখনই ট্রলারে থাকা ১৫ জন মৎস্যজীবী জলে ঝাঁপ দেয়।সে সময়ে দূরে থাকা কাকদ্বীপের ১ টি ট্রলার তাদেরকে উদ্ধার করে।বুধবার সন্ধ্যায় তাদেরকে কুলতলির মৈপীঠ কিশোরী মোহনপুর গঙ্গার ঘাটে ফিরিয়ে আনা হলো। মৃত্যু র মুখ থেকে বেঁচে ফিরে তাদের চোখে মুখে এখনো আতংক রয়েছে দেখা গেল।

মিঠুন পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুরে অবৈধ ভ্যাক্সিন শিবির কান্ডে ধৃতের আবার পুলিশ হেফাজত দিলো বিচারক।তিনদিনের পুলিশ হেফাজতের শেষে সোনারপুর ভ্যাকসিন কান্ডে ধৃত মিঠুনকে মঙ্গলবার ফের বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ফের নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। বিচারক মিঠুনকে আবার ৫ দিনের পুলিশ হেফাজত নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, মিঠুনকে জেরা করার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ করা হবে মশাট ও পঞ্চগ্রামের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের। মোট ৭ জনকে নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। মিঠুনের কাছ থেকে ভ্যাক্সিন নিয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা আরও বেড়েছে। আগে ৪০ ছিল। এখন তা বেড়ে বেড়ে ৫০ হয়েছে। এই সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে পুলিশ। যারা ভ্যাক্সিন নিয়েছেন তাঁদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে সোনারপুর থানার পুলিশ ডায়মন্ডহারবার গিয়ে পঞ্চগ্রাম হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মী ও ডায়মন্ডহারবার ১নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অমিত চ্যাটার্জিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।তদন্তের কাজে মিঠুনকে কাজে লাগাচ্ছেন পুলিশ।

ট্রলার দুর্ঘটনা এড়াতে

প্রথম পাতার পর

কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, যেন নতুন করে আর ট্রলারের লাইসেন্স দেওয়া না হয়। কারণ ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে এগার হাজার ট্রলার আছে। মাছ ধরার জায়গার তুলনায় যা পর্যাপ্ত। দিন দিন জায়গা ছোট হয়ে যাচ্ছে। মৎস্য দফতর থেকে মৌখিক ভাবে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। এই বিষয়টাকে একটা সরকারি ভাবে নির্দেশে পরিণত করতে হবে। জেলা প্রশাসক এই দাবি মেনে নিয়েছে। তবে তৈরি হওয়া ১৫০টি ট্রলারকে হয়তো লাইসেন্স দেওয়া হবে। নতুন করে কোনও ট্রলার আর লাইসেন্স পাবে না।

মৎস্যজীবীদের একটা প্রশিক্ষণ বা ওয়ার্কশপেরও দাবি করা হয়। ট্রলার এবং মৎস্যজীবীদের ফিটনেসের ব্যাপারেও প্রশাসনকে নজরদারী করতে বলা হয়। জেলা প্রশাসন বলেছে আগামী দিনে কোস্টগার্ডের সহায়তায় একটা প্রশিক্ষন শিবির করা হবে। সংগঠনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, সরকারের উচিত এনফোর্সমেন্ট পেট্রোলিংএর কোনও ট্রলারে কত ডিজেল আছে, কদিনের জন্য মাছ ধরতে যাচ্ছে, ট্রলারে লাইফ জ্যাকেট আছে কিনা, ট্রলার ঠিক আছে কিনা, এগুলো নজরদারীর দরকার, এর ফলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাষ প্রসঙ্গে বিজনবাবু বলেন, আগে আমরা বাংলাদেশের রেডিওর পূর্বাভাষ অনুসরণ করতাম। তবে গত তিন বছর ধরে আলিপুর আবহাওয়া দফতর খুব ভালো পূর্বাভাষ দিচ্ছে। তিনি মৎস্যমন্ত্রীর এই প্রশাসনিক বৈঠকের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বাংলায় বন্যার পদধ্বনি

প্রথম পাতার পর

যতক্ষণ না আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে ততক্ষণ প্রশাসন মৎস্যজীবীদের গভীরে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছেন। কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, সব ট্রলারই নোঙর করা আছে।

অবিশ্রান্ত ভারি বৃষ্টির জেরে নদীতেও জল স্তর বাড়ছে। চড়িয়াল-রায়পুর সহ সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু নদী বাঁধে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেচ দফতর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন নদীবাঁধে কাজ করছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দুর্গত এলাকা থেকে মানুষদের সরিয়ে এনে ত্রাণ শিবির বা ফ্লাড সেন্টারে রাখা হচ্ছে। জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা দফতর সূত্রের খবর প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করতে জেলা প্রশাসন সব রকম ব্যবস্থা করেছে।

চাকদহের দুর্গা প্রতিমা

প্রথম পাতার পর

আমার তৈরি বিভিন্ন মূর্তি এদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি কানাডা, বাংলাদেশ, ফিজি প্রভৃতি দেশে রয়েছে। তবে, ফিজিতে অবস্থিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের মাধ্যমে এবারই প্রথম আমার তৈরি দুর্গা প্রতিমা বিদেশের মাটিতে পৌঁছবে। এটা আমার কাছে জীবনের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি। ফিজির সংঘ পরিচালক অতনু মহারাজ আমার স্টুডিওতে এসে ফাইবারের তৈরি দুর্গা প্রতিমাটি দেখেও গিয়েছেন। প্রায় সাড়ে নয় ফুট চওড়া ও সাড়ে সাত ফুট উচ্চতা এবং তিনশো কেজি ওজন বিশিষ্ট একচালার এই দুর্গা প্রতিমাটি সাবেকি ধাঁচের। একইসাথে আরও কিছু মূর্তি যাবে। মূর্তিগুলি জাহাজে পরিবহনের জন্য এখন যথোপযুক্ত ভাবে প্যাকিংয়ের কাজ চলছে।

দ্বিতীয় শক্তি হতেই দম ছুটবে বামেদের

প্রথম পাতার পর

কিন্তু কোন যুক্তিতে বামেরা আগামীতে এ রাজ্যের প্রধান শক্তি হয়ে উঠবে তার কোনও দিশা খুঁজে পেলাম না। বরং প্রাক্তন বাম ছাত্রনেতা তথা রাজ্যসভার সদস্য ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে আরো বেশ কয়েকজন যে তৃণমূলের দিকে হেলতে চলেছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। সিপিএমের মতো কমিটেড ও রেজিমেন্টেড পরিবারের অনিল বিশ্বাস কন্যা অজন্তা বিশ্বাস যেভাবে বঙ্গের রাজনীতিতে নারী শক্তি নিয়ে আলোচনা শীর্ষক প্রতিবেদন লিখলেন তৃণমূল মুখপত্র জাগো বাংলায় তাতে প্রমাণ হল অনেকেই চলছেন (হ্যাঁ এই শব্দটা ছাড়া অন্য কোনও শব্দ এই মুহূর্তে মাথায় এলো না)।

তাছাড়া সিপিএমকে ক্ষমতায় আসার জন্য প্রস্তুত হতে হলে সবার আগে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে হবে। এই মুহূর্তে যে জায়গাটা বিজেপির দখলে । এবং নিরঙ্কুশভাবেই। নিজেদের বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় আনতে বামেদের চ্যালেঞ্জ হবে আগামী পুরভোট ও পঞ্চায়েতে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করা। মানুষের ন্যূনতম আস্থা ফিরে পাওয়া। তবে এই লড়াই বামেদের একা লড়তে হবে। কারণ, বেশ কয়েকবছরের বন্ধু কংগ্রেস আবার আমে-দুধে মেশার পথে।

লেন্স বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরভাগে এসে পৌঁছল তিনটি যুদ্ধ বিমান রাফাল প্রতিরক্ষাকে আরও মজবুত করতে।

সাদা মেঘ এই শ্রাবণে আগাম আগমনীর হাতছানি দিচ্ছে। শরতের আকাশের মতো পুজোর বাদ্যিও কী বেজে গেল। শরৎ এলো আগে বর্ষা গেল পিছে।

ছবি : অভিজিৎ কর

মহেশতলার রাস্তায় জল নদীর মতো বহে, ভেসে চলে গাড়িগুলো গুটি গুটি পায়ে।

ছবি : অরুণ লোধ

বিপর্যয়ের সময়ে সঠিক স্থানের হদিশ পেতে সম্প্রতি এক মৌ-চুক্তি হলো ন্যাশনাল অ্যাটলাস, থিম্যাটিক ম্যাপিং অর্গানাইজেশন (ন্যাটমো) এবং ন্যাশনাল ডিজস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)-এর মধ্যে। এই চুক্তির ফলে বিপর্যয় মোকাবিলায় আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে বলে আশা এনডিআরএফ কর্তাদের। এই ম্যাপ তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের জেলা ভিত্তিক এলাকা নিয়ে। যার মধ্যে থাকবে রাস্তা, নিকাশি সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্যের হদিশ। উপরের ছবিতে চলছে চুক্তি সই।- নিজস্ব চিত্র।

বিধানসভায় স্বচ্ছ ভাবমূর্তির আদৌ কোনও মূল্য নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন - ২০২১-এর ২৯২টি আসনের ভোট ভাগের যে তথ্য বিশ্লেষণ করেছে, তাতে বেশ কিছু অদ্ভুত রকমের তথ্য উঠে আসছে। যেমন - পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন - ২০২১ - এর বিজয়ী বিধায়করা গড়ে মোট ভোটের ৫০.১৬ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। কিন্তু ২০১৬ - এর নির্বাচনে বিজয়ী বিধায়করা গড়ে মোট ভোটের ৪৮.০২ শতাংশ পেয়েছে। এক অদ্ভুত তথ্য দেখুন ১৪২ জনের মধ্যে ৬৯ জন বিজয়ী বিধায়ক যারা নিজেরা ঘোষণা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত কিন্তু ভোটের ফলাফলে তারা মোট প্রদত্ত ভোটের ৫০ শতাংশ বা তারও বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আবার ১৫৮ জনের মধ্যে ৯০ জন কোটিপতি বিজয়ী তারা মোট ভোটের ৫০ শতাংশ বা তার বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

আরেকটা তথ্য দেখুন, ২০২১ - এর বিধানসভা নির্বাচনে সকল বিজয়ী বিধায়করা গড়ে মোট রেজিস্টার বা নিবন্ধিত ভোটারদের থেকে মাত্র ৪১.২৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে বিজয়ীরা মোট ভোটারদের মধ্যে গড়ে ৪১.২৯ শতাংশ ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী ২১৩ জন বিধায়কের মধ্যে ৬৩ জন বিধায়ক নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রের মোট রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধিত ভোটারদের থেকে মাত্র ৪০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন আর, বিজেপির বিজয়ী ৭৭ জন বিধায়কের মধ্যে ৩২ জন বিধায়ক নিজ নির্বাচনী ক্ষেত্রের মোট রেজিস্টার বা নিবন্ধিত ভোটারদের থেকে ৪০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এবারের ২৯২ জন বিধায়কের এমন ৭ জন বিজয়ী বিধায়ক আছেন যারা অনেকটা সেই পুর নির্বাচনের মতো এক হাজারেরও কম ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। আরেক অদ্ভুত তথ্য দেখুন, ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত রয়েছেন বলে নিজে থেকে ঘোষণা করেছেন এমন বিজয়ী ১৪২ জন বিধায়কের মধ্যে এমন ৭২ জন জিতেছেন আছেন যারা দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর বিরুদ্ধে যাদের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি রয়েছে। আবার এই ৭২ জন বিজয়ীর মধ্যে এমন ৪ জন বিজয়ী ৪৫ শতাংশের বেশি ভোটের ব্যবধানে জিতেছেন।

১৫৮ জন কোটিপতি বিজয়ীদের মধ্যে ৮৭ জন বিজয়ী হয়েছেন যদিও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরা কেউ কোটিপতি ছিলেন না। আবার এই ৮৭ জন বিজয়ীর মধ্যে ৭ জন বিজয়ী কোটিপতি ৪০ শতাংশের বেশি ব্যবধানে জিতেছেন। এর থেকে প্রমাণ হল যে, এ রাজ্যের ভোটাররা কোটিপতি বিধায়কদের আরও কোটিপতি করতে চাইছে আর যারা কোটিপতি নন তাদের আরও অধঃপতন ঘটুক।

এবার মহিলা বিধায়কদের বিষয়ে আসা যাক, এবারের ২৯২ জন বিজয়ী বিধায়কের মধ্যে ৪০ জন মহিলা বিধায়ক। এদের সবাই আবার নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ বা তার থেকে বেশি শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। সকল বিজয়ী মহিলা বিধায়কদের মধ্যে মধ্য কলকাতার চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে

তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে বেশি শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। তিনি প্রদত্ত ভোটের ৬২.৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

রাজ্যে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে এমন প্রথম তিন বিধানসভা কেন্দ্র কলকাতা উত্তর জেলার অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিধানসভা কেন্দ্রটি হল জোড়াসাঁকো। এই কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৪৯.৯৯ শতাংশ। দ্বিতীয় বিধানসভা কেন্দ্রটি হল চৌরঙ্গি। এখানে মোট ভোট পড়েছে ৫৩..৫৬ শতাংশ। আর তৃতীয় বিধানসভা কেন্দ্রটি হল, কলকাতা উত্তরেরই শ্যামপুকুর। এই কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৫৮.৩৪ শতাংশ।

প্রধান দলগুলির তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়ী ২১৩ জনের মধ্যে ৬৩ জন এবং বিজেপির বিজয়ী ৭৭ জনের মধ্যে ৩২ জন নির্বাচনী ক্ষেত্রের মোট রেজিস্টার বা নিবন্ধিত ভোটারদের ৪০ শতাংশের কম ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।

এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কোনও মূল্য যে নেই, তা আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। এ রাজ্যের বিধানসভায় এইমুহূর্তে এমন ৭২ জন বিধায়ক আছে, যারা স্বঘোষিত ফৌজদারি মামলার কথা স্বীকার করেছেন। তাসত্ত্বেও তারা আবার ৪৫ শতাংশের বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ীও হয়েছেন। অথচ তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর ওই স্থানীয় এলাকায় একটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির পরিচয় রয়েছে। যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের আবদুল খালেক মোল্লা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মেটিয়াবুরুজ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৬০.৮৪ শতাংশ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

বিজয়ী মহিলাদের কৃতিত্ব : ২৯২ জন বিজয়ীর মধ্যে ৪০ জন মহিলা। এদের সবাই আবার নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে ৪০ শতাংশ বা তার থেকে বেশি ভোট পেয়ে জিতেছেন। এই ৪০ জন বিজয়ী মহিলার মধ্যে চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। যেমন : তার কেন্দ্রে ভোট পড়ছে ৬২.৮৭ শতাংশ। তিনি পেয়েছেন ৩৩.৬৭ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব এবং ৪০,৬৭ শতাংশ ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।

পুনঃনির্বাচিত বিজয়ীদের কৃতিত্ব : ২৯২ জনের মধ্যে ১৩০ জন পুনঃনির্বাচিত বিধায়কদের মধ্যে কেউই নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রে প্রদত্ত ভোটের ৩০ শতাংশের কম ভোট পায়নি। ৬৫ জন তো আবার ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। ৪০ জন পুনঃনির্বাচিত বিজয়ী ১০ শতাংশের কম ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। যেখানে ৩ জন জিতেছেন ৫০ শতাংশের বেশি ব্যবধানে।

নোটার মোট ভোট প্রাপ্তি : ২০১৩ সালে ভারতীয় নির্বাচন কমিশন নিজেদের কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীদের বাতিল করার পছন্দ হিসাবে সকল ভোটারদের নোটা বোতাম দিয়েছেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ৫,৯৯,৩৫৯৮৮ জন ভোটারের মধ্যে নোটা পেয়েছে ৬,৪৬,৮২৭ ভোট । যা মোট ভোটারের ১.০৮ শতাংশ।

সুগার, হার্ট, হাঁটুর রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহেশতলার মোল্লার গেটস্থিত কস্তুরী দাস মেমোরিয়াল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের (এ ইউনিট অফ দিশারী হেলথ পয়েন্ট প্রাইভেট লিমিটেড) পক্ষ থেকে ২৫ জুলাই সুপার স্পেশালিস্ট ফ্রি' ক্লিনিকে ডা. সৌমেন করে'র নেতৃত্বে নী জয়েন্ট ক্লিনিক'(অস্ত্রোপচার ছাড়া ব্যথা নিরাময়), ডা. অনির্বাণ রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে সুগার ক্লিনিক' এবং ডা. সুমন হালদারের নেতৃত্বে ফ্রি হার্ট ক্লিনিকে'র উদ্বোধন হল। মহেশতলা ও সংলগ্ন বজবজ-পূজালী-গার্ডেনরিচ-মেটিয়াব্রুজ এলাকারবাসীদের কাছে সপ্তাহে প্রতি বুধবার ২৮ জুলাই থেকে বিনামূল্যে এই তিন বিভাগের সুবিধা মিলছে। এই হাসপাতালের মোট বেডের ১৫ শতাংশ বেড দুঃস্থ মহেশতলাবাসীদের সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য উৎসর্গিত হচ্ছে বলে এদিন জানান স্থানীয় বিধায়ক মহেশতলা পুরসভার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক দুলাল চন্দ্র দাস। তিনি আরও জানান, এই হাসপাতালে প্রতিদিন ৫০ জন রোগীকে বহির্বিভাগে সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। তবে তাদের মহেশতলা পুর এলাকার বাসিন্দা হতে হবে বা পুরসভার প্রশাসক পর্ষদের কোনও সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে। এবং আগামী শারদোৎসবের আগেই এই হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারি করা হবে। মহেশতলা ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের এই ফ্রি ক্লিনিকের পরিষেবা পেতে হাসপাতালে রোগীর নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। দুলালবাবু জানান, এই হাসপাতালে যে আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো বর্তমানে গড়ে উঠেছে তাতে মহেশতলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাবাসীকে চিকিৎসার জন্য আর কলকাতামুখী হওয়ার প্রয়োজন পরবে না। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, এই হাসপাতালের পরিচালক দিশারী গ্রুপের কর্নধার ডা. এস.এন. শর্মা, পুরসভার প্রশাসক পর্ষদের সদস্য আবুতালেব মোল্লা, তাপস হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ওষুধ সংক্রান্ত অভিযোগ জানাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : তারিখ পেরনো ওষুধ কিংবা ওষুধ সংক্রান্ত কোনওরকম সন্দেহে অভিযোগ জানাতে চান। অভিযোগ পাঠানোর ঠিকানা: ডিরেক্টর অফ ড্রাগ কন্ট্রোল, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, পি - ১৬, কেআইটি বিল্ডিং, ফিফথ ফ্লোর, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, এক্সটেনশন, কলকাতা - ৭৩, ফোন : ২২২৫ - ২২১৪।

আর আয়ুর্বেদিক ওষুধ খাওয়ার পর শরীরে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলে অভিযোগ জানাতে পারেন। এইজন্য চিঠি লিখতে হবে এই ঠিকানায় : ডিরেক্টর, আইএসএম ড্রাগ কন্ট্রোল, মানিকতলা ব্লাড ব্যাঙ্ক, থার্ড ফ্লোর, ২০৫ বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা - ০৬। স্বাস্থ্য ভবন (০৩৩ ২৩৫৭ ৬০০০), সল্টলেক, সেক্টর ফাইভ, কলকাতা - ৯১, ফোন নম্বর : ২৩৫৭ - ৩৬০০, ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৫১৭৫। স্বাস্থ্য দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য (০৩৩ ২৩৫৭ ৭৯১৭), ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৭৯০১, ই - মেল : moshealthwb@gmail.com । স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম, স্বাস্থ্য ভবন, ০৩৩ ২৩৫৭ - ৫৮৯৯, ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৭৯০৭। স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অজয় চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ভবন, ০৩৩ ২৩৫৭ - ৭৯০৩, ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৭৯০৪। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডা. দেবাশিস ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য ভবন, ০৩৩ ২৩৫৭ - ৫১০১, ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৭৯৩৮। ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধিকর্তা সৌমিত্র মোহন (০৩৩ ২৩৫৭ - ৩৬২৫), ফ্যাক্স : ২৩৫৭ - ৭৯০৯।

সম্পত্তির হদিশ অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বায়ারস্ বা ইনভেস্টররা নিজেরাই আধুনিক অ্যান্ড্রয়েট মোবাইলে বা কম্পিউটারের মাধ্যমে জেনে নিতে পারবেন কলকাতা মহানগরের যে কোনও জমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মতো সম্পত্তির হাল-হকিকত। ফ্ল্যাট বা বাড়িতে কত সম্পত্তি কর বকেয়া বা বৈধ মালিকানা থেকে কোর্টে কোনও মামলা আছে কী না, ট্রেড লাইসেন্স না বাণিজ্যিক করের বকেয়া অথবা ব্যাঙ্কে বন্ধক দেওয়ার তথ্যও অর্থাৎ ওই জমি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যও জানা যাবে। কেন্দ্রীয় পুরভবনে ২৪ জুলাই এনকামব্র্যান্স সার্টিফিকেট' শীর্ষক এক নয়া ওয়েবসাইট চালু করে কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্ভুক্ত যে কোনও সম্পত্তির এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। কলকাতা পুরসংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.kmcgov.in) গিয়ে Encumbrance Certificates শীর্ষক বিভাগে যাওয়ার লিংক মিলবে। সেখানে বাড়ি বা সম্পত্তির নির্দিষ্ট প্রেমিসেস নম্বর বা অ্যাসেসি নম্বর দিলেই ওই সম্পত্তির যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে।

মুখ্য প্রশাসক বলেন, কলকাতা পুরসংস্থার তরফ থেকে এবার অনলাইনে একটি এনকামব্র্যান্স সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সম্পত্তির নির্দিষ্ট প্রেমিসেস নম্বর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি লিস্ট বের হবে, তাতেই দেখা যাবে ওই জমির বা বাড়ির বিষয়ে কোনও কোর্ট কেস মুলতুবী আছে কী না? সর্বমোট বকেয়া কত সম্পত্তি কর জমা হয়েছে আর কত আছে। প্ল্যান বৈধ কী না? ট্রেড লাইসেন্স ফ্রি'র পরিমাণ বিচারাধীন আছে কী না? বা পানীয় জলের কর সংক্রান্ত কোনও বকেয়া আছে কী না? নিকাশি সংক্রান্ত অর্থাৎ ওই সার্টিফিকেটটা যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে কেএমসি আর কোনও ক্লেম করতে পারবে না। অর্থা একটা অফিস রুম বা জমি বা বাড়ি কেনার আগে জেনে নিতে পারবেন ওই জমিতে কী কী আছে আর কী কী নেই তা বিস্তারিত ভাবে জানা যাবে। অর্থাৎ কলকাতা পুরসংস্থা যে ঈজ অফ ডুয়িং বিজনেস' অর্থাৎ ওই বিজনেসটাকে আরও সরল করার জন্য কলকাতা পুরসংস্থা এটা করছে। তবে এখানে সিসি' (কমপ্লিশন সার্টিফিকেট) টা উল্লেখ থাকবে না। সিসি - র বিষয়টি বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টের বিষয়। আর এটা হল কমার্শিয়াল এক্সপেক্ট। ওই একই লিঙ্ক থেকে অনলাইনে বকেয়া সম্পত্তি কর জমা করা যাবে। ট্রেড লাইসেন্স বা কমার্শিয়াল করের বকেয়াও গ্রাহকরা অনলাইনে জমা করতে পারবে।

করোনার কোপে বিষাদের সুর শিল্পীদের রুজিতে

মলয় সুর : করোনা অতিমারিতে দেশে থমকে গেছে বাঙালির প্রিয় সঙ্গীত জগৎ। এখন গানের শিল্পীরা গাইছেন ভার্চুয়াল পথে, অনলাইনে গান শুনছেন ঘরবন্দী মানুষ। সময়ের পরিবর্তনের জেরে সঙ্কটে থাকা সঙ্গীত শিল্পীরা লকডাউনে আরও সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়েছেন। একসময় সঙ্গীত শিল্পীরা নানারকম অনুষ্ঠান মঞ্চে গান করার জন্য খাওয়াদাওয়ার সময় পেতেন না। আসন্ন শারদোৎসবের আগে প্রচুর প্রোগ্রাম আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে। এখন একে একে প্রোগ্রামের পথ বন্ধ হওয়ার করুণ সঙ্কটময় অবস্থার সঙ্গে প্রতিদিন রুটি রুজির লড়াইয়ে টিকে থাকতে অন্যপথ গ্রহণ করতে হয়েছে। তবে সব শেষ করে দিয়ে গেছে করোনা মহামারী পরিবার আছে তাই সংসার টানতে অন্য কাজ খুঁজে নিয়েছেন। আবার অনেক গানের শিল্পীরা এখনও বেকার। তারা এখন রোজগারের আশায় তাকিয়ে আগামী শারদোৎসবের দিকে। আবার দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ আসন্ন। শারদোৎসবের ঠিক আগেই আছড়ে পড়তে পারে। তাতে কাজ পাওয়া ও গান করার সময় সেই অশনি সংকেত শুনে আশঙ্কাও ক্রমশ গ্রাস করছে।

চিত্র - ১ ভদ্রেশ্বর জি-বাংলা খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী দেবলীনা ভাদুড়ির মন একেবারে ভেঙে গেছে। ২০১৭ সালে জি বাংলা গানের প্রতিযোগিতায় টপ টেয়েন্টিতে ছিলেন। এরপর ২০১৯ সালে দিদি নং ১-এ অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জীর সেলিব্রেটিদের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। ওই বছরই মুম্বইয়ে পাড়ি দেন। সেখানে ফিল্ম সিটি স্টুডিওতে স্টার প্লাস দ্য ভয়েস কম্পিটিশনে আমন্ত্রণ আসে। সেখানে বিচারক ছিলেন হর্ষদীপ কর, এ আর রহমানের মতো গানের নামী ব্যক্তিরা দেবলীনার বেশ কিছু গানের অ্যালবাম রয়েছে যা যথেষ্ট প্রশংসা প্রাপ্য। এমন কি কয়েকটি বাংলা সিরিয়ালের ছবিতে প্লেব্যাক গান গেয়েছে। ২০১৯-এ চুঁচুড়া উইমেন্স কলেজ থেকে বিএ স্নাতক হন। এখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার ডিগ্রি করছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি গানের জগতে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তাঁর কোকিল কণ্ঠী গলার জন্য মুম্বাইয়ে কুমার শানু, সঞ্চালক যীশু সেনগুপ্ত উচ্চ প্রশংসা করেন। তাদের পুরো পরিবার গানের জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তাঁর বাবা সুশীল ভাদুড়ি অ্যাম্বাস জুট মিলের অবসর প্রাপ্ত কর্মী। সে দূরদর্শন এবং আকাশবাণীতে গিটার, পার্কাসন বাদ্যযন্ত্র বাজান, ছেলে সৌম্য হুগলি পরিটেকনিক কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সেও সিন্থেসাইজার বাজায়। আগে কোনও গানের অনুষ্ঠানে দেবলীনা ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা আয় করতেন। বর্তমানে দেবলীনা বাড়িতে চুপচাপ বসে রয়েছেন। আবার কবে লকডাউন উঠবে সেই আশায় দিনযাপন করছেন।

চিত্র-২ : ব্যান্ডেল কেওটার বাসিন্দা জীতেশ বড়য়া নানারকম

গানের অনুষ্ঠানে কুমার শানু ও উদিত নারায়ণের গলায় গান গেয়ে দর্শককে মাত করে দেয়। সংসারের দায়িত্ব পালনে সচেতন জীতেশ। স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা, বৃদ্ধ বাবা বৃদ্ধা মা ও মেয়ে নিয়ে পাঁচজনের ছোট্ট সংসার, করোনা আবহে কীভাবে সংসার চালাবেন তার কূলকিনারা পাচ্ছিলেন না, পরে পেটের টানে চুঁচুড়া আসনবাজারে একটি শপিং মলে রেডিমেড কাপড়ের দোকানে কাজ নেয়।

চিত্র ৩ : বলিউড ও টলিউড গানের শিল্পীদের গীতিকার স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা অজস্র গান সুপার ডুপার হিট হয়েছে। বলা বাহুল্য কুমার শানু, শান, শ্রেয়া ঘোষাল, অভিজিৎ চ্যাটার্জী, রিহা চৌধুরী আবার অরুন্ধতী রায়চৌধুরী, রূপঙ্কর বাগচি, আরতি মুখার্জি,। এদের গলায় তাঁর লেখা গান গেয়েছেন শিল্পীরা। এতে স্মরজিৎ দারুণভাবে সফলতা পায়। কলকাতা টালিগঞ্জের কুঁদঘাট এলাকায় স্মরজিতের কথায়, করোনা পরিস্থিতিতে মুম্বইয়ে কোনও সুপার স্টার সিঙ্গার থেকে ফোন আসেনি। প্রথম দু'তিনমাস প্রচন্ড ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করি। এখন সময়টা খুবই খারাপ চলছে। তবে তাঁর বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ, উপন্যাস লেখার সহজাত চেষ্টা রয়েছে।

চিত্র- ৪ : বাড়ি বাড়ি গিয়ে তবলা ও গান শেখানো তাঁর পেশা। শিক্ষক হিসাবে বেশ পরিচিত। চুঁচুড়া ষান্ডেশ্বর তলার বিশ্বনাথ মোদক (বিশু)। সঙ্গীত শিল্পীর সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত দিতেন তিনি। মোটা উপার্জন না হলেও কোনওরকম চলে যেত ছোট্ট সংসার। লকডাউনে সবই অতীত। আগে কম করে ২০টি বাড়িতে তবলা শেখাতে যেতেন। এখন আর ডাকেন না অভিভাবকরা। বিশুর রোজনামচা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। তবলায় দাদরা-কাহারবার নিখুঁত বোল তোলার পাশাপাশি ভালো গান করেন।

চিত্র - ৫ : চুঁচুড়া মতিবাগানের বাসিন্দা খুদে শিল্পী ঝিলিক বিশ্বাসের ভবিষ্যৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় প্রশ্নের মুখে। কিংবদন্তী শিল্পীদের গান তাঁর গলায় দর্শকরা মনোযোগ সহকারে শুনতো হাততালি ও বাহবা দিত। তাঁর বাবা শঙ্কর বিশ্বাস মেয়ে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আশায় আস্থা রয়েছে। তাই শঙ্কর প্রচণ্ড পরিশ্রম ও কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করছেন। নিজে মোটর লাগানো রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাচ্ছেন । ঝিলিক দশম শ্রেণির ছাত্রী। সবার অত্যন্ত প্রিয়। শঙ্করের আক্ষেপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মতো হতভাগ্য সঙ্গীতশিল্পীদের আর্থিক সাহায্য করেন তাহলে একটু বেঁচে যাই। এখন খাদের তলানিতে ঠেকেছে। এখন আর কেউ ডাকেন না। অনুষ্ঠানও হয় না। কবে যে স্বাভাবিক হবে কে জানে। সামনেই দুর্গাপুজো। উল্লেখ্য, গত দেড় বছর থেকে উত্তরবঙ্গ সঙ্গীত শিল্পীদের একই অবস্থার সম্মুখীন।

চিত্র-৬ : লোকাল ট্রেনে গান করেন সত্যজিৎ ভট্টাচার্য। ঠিক মতো ট্রেন চলছে না। হঠাৎ করে সেদিন ডাউন ব্যান্ডেল-হাওড়া স্পেশাল ট্রেনে উঠে পড়ল। সে ভদ্রেশ্বর গভর্নমেন্ট কলোনীর বাসিন্দা। সত্যজিৎ রাজ্যে মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় দশম স্থান পাওয়া ছাত্র। অঙ্কে ১০০ পায়। তার বাবা প্রয়াত সুনীল ভট্টাচার্য ব্যাঙ্কের কর্মী ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস আজ সে ট্রেনে গান ফেরি করছে। সে অবিবাহিত। এদিকে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বর্ষীয়ান কবি সাহিত্যিক কৃষ্ণা বসু, এই পরিস্থিতির দ্রুত সমাধান চেয়েছেন তিনি।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com